



## 312336 - কুরআনের সাথে সম্পৃক্তত্রে মর্যাদা

### প্রশ্ন

এই কথাটির সঠিকতা কতটুকু? কোন সলফে সালহীন কি এ কথাটি বলছেন? “কুরআনে আযীম মক্কাততে নাযলি হওয়ায় মক্কা হল সর্ব্বাধিক সম্মানতি নগরী। রমযান মাসে নাযলি হওয়ায় রমযান হল সর্ব্বোত্তম মাস। লাইলাতুল ক্বদরে নাযলি হওয়ায় সেই রাত হল হাজার মাসেরে চয়ে উত্তম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযলি হওয়ায় তিনি হলেন নবীদেরে নতো। কুরআন নিয়ে জব্রাইল আলাইহিসি সালাম নাযলি হওয়ায় তিনি হলেন ফরেশেতাদেরে সর্দার। আসলহেই কুরআন কি ইনাদেরে মর্যাদার কারণ?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা কুরআনকে নানাবিধি গুণে উল্লেখ করছেন। যমেন **كتاب عزيز** (সম্মানতি কতিব)। তিনি বলেন: “খারা তাদরে কাছতে উপদশে (কুরআন) আসার পর তা অবশ্বাস করছে (তারা অবশ্বই শাস্তি ভোগ করবে); এ তো এক সম্মানতি গ্রন্থ। এতে মথ্বিয়া আসতে পারে না, না তার সামনে থেকে এবং না তার পছন থেকে (অর্থাৎ কোন দকি থেকে)। এটা এক প্রজ্ঞাময়, প্রশংসতি সত্তার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।” [সূরা হামীম আস-সাজদাহ; ৪১:৪১-৪২]

আল্লাহ তাআলা বলেন: **وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ** (গৌরবময় কুরআনের শপথ) [সূরা ক্বাফ, আয়াত:১]

আরও অন্য অনেকে গুণবাচক বশেষিটয়।

যে ব্যক্তি কুরআনকে ধারণ করবে নিঃসন্দেহে সে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করবে; কুরআনকে ধারণ করার কারণে। হাদসিএসছে আমরে বনি ওয়াছলি (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নাফে’ বনি আব্দুল হারছি (রাঃ) ‘উসফান’ নামক স্থানে উমর (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। উমর (রাঃ) তাকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করছিলেন। তখন তিনি বললেন: উপত্যকাবাসীর দায়তিবে কাকে রেখে এসছে? নাফে’ বললেন: ইবনে আবযাকে। তিনি বললেন: ইবনে আবযা কে? নাফে’ বললেন: আমাদের জনকৈ আযাদকৃত দাস। তিনি বললেন: তুমি তাদেরে দায়তিবে একজন আযাদকৃত দাসকে রেখে আসলে? নাফে’ বললেন: সে কতিবুল্লাহর (কুরআনের) ক্বারী এবং ফরায়যেরে (পরতিযকৃত সম্পত্তি বণ্টন জ্ঞানরে) আলমে।

তখন উমর (রাঃ) বললেন: নিশ্চয় তোমাদেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: নিশ্চয় আল্লাহ এই কতিবরে



মাধ্যমে কছি লোককে মর্যাদাবান করনে এবং কছি লোককে অপদস্ত করনে।[সহি মুসলমি (৮১৭)]

সারকথা হলো: কুরআনরে সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সম্পৃক্ত ব্যক্তির জন্য সম্মান ও মর্যাদাকর; সটো লখিনগত, লপিগিত, উচ্চারণগত, মুখস্তগত, তলোওয়াতগত, জ্ঞানগত বা আমলগত যাই ধরণরে সম্পৃক্ততা হোক না কনে। অর্থাৎ আল্লাহর কতিবরে সাথে য়ে কোন ধরণরে সম্পর্ক তরৌ করা ও তাতনে নিয়োজতি হওয়া সম্পর্ককারী ব্যক্তির জন্য সম্মানজনক এবং সম্পর্করে অনুপাতে উভয় জাহানে তার জন্য মর্যাদাবৃদ্ধিকর। আল্লাহ তাআলা প্রত্যকে জনিসিরে একটা পরমাণ নরিধারণ করে রেখেছেন।

কুরআন মক্কাতনে নাযলি হওয়া সম্মানতি শহর মক্কার জন্য সম্মানরে, রমযানে কুরআন নাযলি হওয়া রমযানরে জন্য সম্মানরে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অন্তরে কুরআন নাযলি হওয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্য সম্মানরে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সম্মানতি করছেন এবং আসমান থেকে, রাব্বুল আলামীনরে কাছ থেকে কুরআন বহন করা বহনকারী ফরেশতা জব্রাইল আলাইহিসি সালামরে জন্য সম্মানরে— এ বিষয়গুলোতে আমাদের আপত্তরি কছি নাই। যহেতে কুরআন সম্মানতি বাণী এবং রাব্বুল আলামীনরে বাণী!!

কনিতু এ কথা বলা ভুল য়ে, এগুলোই সম্মানরে একমাত্র কারণ কহিবা সম্মানকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা; সয়ে সীমাবদ্ধ করণরে যুক্তি যাই হোক না কনে। এটি ইলম ছাড়া আল্লাহর নামে কথা বলার পর্যায়ভুক্ত এবং এটি কিত্রমিতা; যার কোন প্রয়োজন নাই।

বরং পূর্ববোক্ত প্রতটি বিষয়রে মর্যাদার সূচনা কুরআন নাযলি থেকে এমন ধারণা করাটা ভুল। কনেনা কুরআন নাযলিরে আগতে থেকেই জব্রাইল আলাইহিসি সালাম সর্বশ্রেষ্ট ফরেশতা ও নবীদরে কাছতে রাব্বুল আলামীনরে দূত।

মক্কা আল্লাহর হারাম (সম্মানতি/নষিদিধ) নগরী। য়ে নগরীকে ইব্রাহিমি আলাইহিসি সালাম হারাম ঘোষণা করছেন। এই নগরীর মর্যাদা কুরআন নাযলিরে আগতে থেকেই সাব্যস্ত।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; আদম সন্তানরে নতো এবং নবীদরে সীলমোহর (খাতামুনাবয়্যিহীন) তখন থেকে যখন আদম আলাইহিসি সালাম কাদামাটি ছিলনে।

ইতপূর্ববে য়া আলোচতি হয়ছে এরে ভিত্তিতে সর্ববোচ্চ য়া বলা য়ায় তা হলো: আল্লাহর কতিবরে সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া সম্পৃক্ত ব্যক্তির মর্যাদার অন্যতম একটিকারণ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।